



217507 - কোন সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়িমতের দিন তার জন্য শাফায়াত করার অনুরোধ করেছিলেন মরম্মে কোন বর্ণনা সাব্যস্ত আছে কি?

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কোন সাহাবী (কয়িমত দবিসের সাথে সংশ্লিষ্ট) শাফায়াত (ইস্তিগফার নয়) তলব করেছিলেন মরম্মে সাব্যস্ত হয়েছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

একাধিক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শাফায়াত তলব করেছিলেন মরম্মে সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (১৬০৭৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জনকৈ খাদমে পুরুষ কিংবা নারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদমেকে বলতেন: তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? বর্ণনাকারী বলল: একদিন সে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একটা প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন: তোমার কী প্রয়োজন? সে বলল: আমার প্রয়োজন হল কয়িমতের দিন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বললেন: কে তোমাকে এই দকি-নরিদশেনা দিয়েছে? সে বলল: আমার প্রভু। তিনি বললেন: এই প্রয়োজন ছড়ে দেয়ার নয়। তবে অধিক সজেদা দেয়ার মাধ্যমে তুমি আমাকে সহযোগিতা কর।”।

হাইছামী ‘মাজমাউয যাওয়াদে’ গ্রন্থে (২/২৪৯) বলেন: হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ সহি হাদিসের বর্ণনাকারী। আলবানী ‘সলিসলি সাহিহাতে’ (২১২০) বলেছেন: এর সনদ সহি ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ]

ইমাম আহমাদ (২৪০০২), ইবনে হিব্বান (২১১) ও তাবারানী ‘আল-কাবীর’ গ্রন্থে (১৩৪) আওফ বনি মালিকি আল-আশজাঈ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: একরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে যাত্রা বরিত করলেন। আমাদের প্রত্যেকে তার বাহনের উটের সামনের পায়ে উপর বহিঁনা পাতল। বর্ণনাকারী বলেন: আমি কিছু রাত জেগে গেলোম। জেগে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের সামনে কটে নই। তখন আমি রাসূলুল্লাহকে খুঁজতে বের হলাম। এর মধ্যে মুয়ায বনি জাবাল ও আব্দুল্লাহ বনি কায়সেকে দাঁড়ানো অবস্থায় পয়ে বললাম: রাসূলুল্লাহ কথায়? তারা



বলল: আমরা জানি না; তবে উপত্যকার উপর থেকে একটা শব্দ শুনছি। যে শব্দটি বাহনরে জানিরে শব্দরে মত। সবে বলল: তোমরা একটু থাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। এসে বললেন: নিশ্চয় আমার কাছে আজ রাত আমাৰ প্ৰভুৰ পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক এসছে এবং আমাকে দুটো বিষয়ৰে একটী নিৰ্বাচন কৰাৰ সুযোগ দিচ্ছে: আমাৰ উম্মতৰে অৰ্ধকে জান্নাতৰে প্ৰবশে কৰবে কিংবা শাফায়াত। আমি শাফায়াতকে নিৰ্বাচন কৰছি। আমাৰ বললাম: আল্লাহ্ৰ দোহাই ও সঙ্গতিবৰে দোহাই দিচ্ছি: আপনি আমাদৰেকে আপনাৰ শাফায়াতপ্ৰাপ্তদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰবনে না?! তিনি বললেন: তোমরা আমাৰ শাফায়াতপ্ৰাপ্তদৰে অন্তৰ্ভুক্ত। বৰ্ণনাকারী বলনে: আমাৰা দ্ৰুত লোকদৰে উদ্দেশ্যে ছুটে গলোম। তাৰাও তাদৰে নবীকে হাৰিয়ে ভয় পয়ে গয়িছেলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: নিশ্চয় আজ রাত আমাৰ প্ৰভুৰ কাছ থেকে এক আগন্তুক আমাৰ কাছে এসে আমাকে দুটো বিষয়ৰে মধ্যে একটী নিৰ্বাচন কৰাৰ সুযোগ দিচ্ছে: আমাৰ উম্মতৰে অৰ্ধকে জান্নাতৰে প্ৰবশে কৰবে কিংবা শাফায়াত। আমি শাফায়াতকে নিৰ্বাচন কৰছি। তাৰা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাৰা আল্লাহ্ৰ দোহাই ও সঙ্গতিবৰে দোহাই দিচ্ছি। আমাদৰেকে আপনাৰ শাফায়াতপ্ৰাপ্তদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰবনে না? বৰ্ণনাকারী বলনে: যখন অনেকে শেরগোল কৰছিল তখন তিনি বললেন: আমি তোমাদৰেকে সাক্ষী রাখছি যে, আমাৰ উম্মতৰে মধ্যে যে আল্লাহ্ৰ সাথে কোনে কিছুকে শৰীক কৰবে না তাৰ জন্মই আমাৰ শাফায়াত হবে।”[মুসনাদৰে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে সহহি বলছেন। আলবানী ‘সহহিত তারগীব’ গ্রন্থে (৩৬৩৭) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

দুই:

এই হাদিসদ্বয়ে ও অন্যান্য হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামৰে কাছে শাফায়াত চাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: তিনি যনে তাদৰে জন্ম আল্লাহ্ৰ কাছে দোয়া কৰনে যাত কৰে তাৰা তাঁৰ শাফায়াত পতে পাৰে এবং আল্লাহ্ তাদৰে ব্যাপাৰে সুপাৰিশি কৰাৰ জন্ম তাঁকে অনুমতি দিনে। কেননা তাবাবানীৰ ‘আল-কাবীর’ গ্রন্থৰে (১৩৬) রেওয়াজতে এই হাদিসটিৰ ভাষ্য এভাবে এসছে: “আমাৰা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহ্ৰ কাছে দোয়া কৰুন যনে তিনি আমাদৰেকে শাফায়াতপ্ৰাপ্তদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰনে। তিনি বলনে: হে আল্লাহ্! আপনি তাদৰেকে শাফায়াতপ্ৰাপ্তদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰুন। এরপর আমাৰা লোকদৰে কাছে এসে তাদৰেকে জানালাম। তখন তাৰাও বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্ৰ কাছে দোয়া কৰুন যনে আমাদৰেকে আপনাৰ শাফায়াতপ্ৰাপ্তদৰে দলভুক্ত কৰনে। তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহ্! আপনি তাদৰেকে শাফায়াতপ্ৰাপ্তদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰুন।”

ইমাম আহমাদ (১৯৭২৪) একই অর্থবোধক হাদিস আবু মুসা (রাঃ) থেকে বৰ্ণনা কৰছেন। তাতে এসছে: “এরপর তাৰা তাঁৰ কাছে আসতে লাগল এবং বলতে লাগল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্ৰ কাছে দোয়া কৰুন যনে তিনি আমাদৰেকে আপনাৰ শাফায়াতপ্ৰাপ্তদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰনে। তখন তিনি তাদৰে জন্ম দোয়া কৰলনে।”

এবং যহেতে শাফায়াতৰে মালকি আল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “বলুন, সকল শাফায়াত আল্লাহ্ৰ জন্ম”।[সূরা যুমার, আয়াত: ৪৪] তাই আল্লাহ্ অনুমতি দোয়া ছাড়া কটে শাফায়াত কৰতে পাৰবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “এমন কে আছে যে তাঁৰ



অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে শাফায়াত করবে?”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৫৫] শাফায়াতের হাদিসে এসেছে: “...বলা হবে: ইয়া মুহাম্মদ! আপনার মাথা তুলুন। বলুন, আপনার কথা শুন্য হবে। আপনি প্রার্থনা করুন; আপনাকে তা দ্যো হবে। আপনি সুপারিশ করুন; আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আমার প্রভু আমাকে যে প্রশংসাটি শিথিয়ে দবিনে সটো দ্যি়ে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি শাফায়াত করব। তিনি আমাকে একটি সীমা দ্যি়ে দবিনে। আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বরে করে আনব এবং জান্নাতে প্রবশে করাব।”[সহি বুখারী (৪৪৭৬) ও সহি মুসলমি (১৯৩)]

পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “নশ্চয় তোমরা আমার শাফায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত” এই সংবাদরে ভিত্তি হচ্ছ মহান প্রভুর পক্ষ থেকে ওহী। ঠকি যভোবে তিনি যাদরে জন্য প্রযোজ্য তাদেরকে জান্নাতরে সুসংবাদ দ্যি়েছেলিনে এবং অনুরূপ অন্যান্য গায়বী বশিয়ে জানান।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।